সংশোধিত

গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্র প্রণয়নের তারিখ: ১৯ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

Comilla University Journalist Association (CoUJA)

নাজমুল সবুজ, দপ্তর সম্পাদক, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা-৩৫০৬ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০৮১৭০০২২-৫ (৩০৬), মোবাইল: +৮৮০১৭০৬৪১১৫১৭
ই-মেইল: couja2014@gmail.com, coujaofficial@gmail.com
ওয়েব: www.couja.org

১ম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ: ২১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

(মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ)
সভাপতি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

(মো: মতিউর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

গঠনতন্ত্র
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

প্রস্তাবনা:

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সংবাদকর্মীদের মধ্যে পেশাগত সৌহার্দ্য ও ঐক্য বজায় রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করে একে তার যথাযথ চিত্রে উপস্থাপন করার স্বার্থে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গঠিত হয়েছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদকর্মীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করাই হবে এ সংগঠনের পবিত্র দায়িত্ব।

১. সংগঠন পরিচিতি:

ক. সংগঠনের নাম:

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

ইংরেজিতে **(Comilla University Journalist Association, CoUJA)**

খ. সদস্য: জাতীয় ও মানসম্মত স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র (কুমিল্লা মহানগর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত এবং সমিতির কার্যনিবাহি পরিষদের সভায় মনোনীত। তবে ১ম নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় দৈনিক মনোনীত করবে), বার্তা সংস্থা, দেশীয় টিভি চ্যানেল এবং মানসম্মত অনলাইন (অ্যালেস্ক্রা রেটিংয়ে ১০ এর মধ্যে অবস্থান) সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি/সংবাদদাতা ও নিয়মিত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই সংগঠন গঠিত হবে।

গ. সংগঠনের লোগো (প্রতিক) ও মূলমন্ত্র: সংগঠনের প্রতিক হবে বৃত্তাকার তার মধ্যে আরও একটি বৃত্তের মধ্যে একটি খোলা বই থাকবে। যার রঙ থাকবে গাঢ় নীল। একটি কলম বইয়ের ঠিক মাধ্যস্থানে উপরে থেকে নীচের দিকে থাকবে। বইয়ের দুই পাতায় অর্থাৎ ডান পাতার উপরে অলাদা করে 'সত্য ও ন্যায়ের' এবং বাম পাতার উপরে আলাদা করে 'পথে অবিচল' কালো কালিতে লেখা থাকবে। বইয়ের নীচে অর্থাৎ দুই পাতার নীচে প্রতিষ্ঠা সাল 'Estd. 2013' লেখা থাকবে। বাহিরের বৃত্তের দুইটি অংশ থাকবে। উপরে অংশটি সবুজ রঙের এবং নীচের অংশটি কমলা রঙের হবে। নীচের কমলা অংশে লেখা থাকবে 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)' এবং উপরের সবুজ অংশ লেখা থাকবে 'Comilla University Journalist Association (CoUJA)' ইংরেজি লেখা Comilla এর 'm' এম থেকে এবং CoUJA এর 'U' ইউ থেকে সবুজ ও কমলা রঙ সাদা একটি রেখা দ্বারা আলাদা হবে।

Safiullah 21.04.18

MD Mahmud 21.04.2018

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির মূলমন্ত্র হবে, 'সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল'। এই মূলমন্ত্রটি সমিতির প্রতিকসহ অফিসিয়াল প্যাড থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিক সকল স্থানে ব্যবহার করতে হবে।

২. আদর্শ ও উদ্দেশ্য:

ক. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রতিভা বিকাশ, পেশাগত মান উন্নয়ন, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থরক্ষা।

খ. দায়িত্বপালনরত সাংবাদকর্মীদের মধ্যে পেশাগত ঐক্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ।

গ. বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংবাদ মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

ঘ. সংগঠনের সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩. সদস্যভুক্তি:

ক. যে সব শিক্ষার্থী- সাংবাদিক, সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র লাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল সমিতির সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

খ. ১ (খ) ধারায় বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে সদস্যপদের জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদনপত্রের সাথে সাম্প্রতিক ৬ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত কমপক্ষে ৩টি সংবাদের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

গ. সদস্যপদের জন্য আগ্রহী প্রতিনিধি/সংবাদদাতাদের আবেদন পত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন তিনজন সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে।

ঘ. কর্যনির্বাহি পরিষদ সদস্যপদ বাছাই করবে।

ঙ. বাছাই কমিটি সদস্যপদের আবেদনপত্রগুলো বাছাই করে সাধারণ পরিষদকে সদস্যপদ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করবে।

চ. বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যপদ চূড়ান্ত করা হবে।

ছ. যারা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে এখনো নিয়োগপত্র পাননি অথচ নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করছেন এবং তাদের প্রেরিত সংবাদ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, তাদেরকেও সমিতির সদস্য পদ দেয়া যেতে পারে, যদি তারা তাদের পত্রিকা কর্তৃপক্ষ থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসাবে সংবাদ প্রেরণের অনুমতিপত্র প্রদর্শন করতে পারেন। উক্ত দৈনিকে সর্বশেষ তিন মাসে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ৫টি সংবাদ জমা দিতে হবে। তবে দ্বিতীয় মেয়াদে উপরোক্ত অনুমতিপত্র দিয়ে ঐ সদস্য তার সদস্য পদ নবায়ন করতে পারবেন না।

জ. ৩ এর (গ ও ঘ) ধারায় বর্ণিত নিয়মাবলি প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের জন্য কার্যকর হবে না।

Shafiullah
21.04.18

MD Matiur
21.4.2018

৪. **সদস্যপদ বাতিল/ স্থগিত/বহিষ্কার:**

ক. বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি/সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব শেষ হবার তিন মাস পর সদস্যপদ আপনা আপনি বাতিল হবে।

খ. কোন সদস্য এক বছর চাঁদা বকেয়া রাখলে তার সদস্যপদ স্থগিত বলে গণ্য হবে। স্থগিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সকল বকেয়া প্রদানসহ পুনরায় সদস্য পদের জন্য আবেদন করলে তিনি সদস্যপদ ফিরে পাবেন।

গ. কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য লংঘন এবং গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কোন অভিযোগ এলে সে বিষয়ে তদন্তের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটির তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত থাকবে এবং পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে।

ঘ. পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ স্থগিত হবে তবে উপযুক্ত কারণ থাকলে কার্যকরী পরিষদ তা বিবেচনা করতে পারে। এরপর তাকে নির্ধারিত আবেদন দিয়ে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। স্থগিতের ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন না করলে তার সদস্য পদ বাতিল হবে।

ঙ. কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদসংস্থার ডিক্লারেশন সরকারিভাবে বাতিল হয়ে গেলে অথবা প্রকাশনা কিংবা কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে বাতিল হওয়ার কিংবা বন্ধ হওয়ার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। আর প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হলে উক্ত সংবাদদাতার সদস্যপদ বন্ধের তারিখ থেকে স্থগিত থাকবে এবং প্রকাশনা পুনরায় চালু হওয়ার দিন থেকে উক্ত সংবাদদাতা তাঁর সদস্যপদ ফিরে পাবেন। যদি উক্ত সদস্য কার্যকরী পরিষদে কোনো পদ অধিকার করেন। তবে উক্ত পদ শূন্য হয়ে যাবে এবং কার্যকরী পরিষদ উক্ত পদে ঐ সময়ের জন্য ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করবে। কিন্তু পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলতে থাকলে এবং পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকলে আদালতের রায় ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের সদস্যপদ বহাল থাকবে। আদালতের রায় পত্রিকার বিপক্ষে হলে এবং প্রকাশনা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। উক্ত রায় পত্রিকার পক্ষে হলে তাঁদের সদস্যপদ বহাল থাকবে।

চ. কোনো সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিস্কৃত হলে বহিষ্কার আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। বহিষ্কারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যদি তিনি তখনো উক্ত পত্রিকা/ সংবাদসংস্থার সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত থাকেন তবে সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবেন। সদস্যপদ বাতিল হলে ঐ সদস্য যদি কার্যকরী পরিষদের কোনো পদ অধিকার করেন তা শূন্য হয়ে যাবে এবং উক্ত সময়ের জন্য কার্যকরী পরিষদ ঐ পদে একজন ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করবে। তবে সংবাদ সংক্রান্ত কারণে বহিস্কৃত হলে এ ধারা প্রযোজ্য হবে না।

Shafiullah
21.04.18

MD. Mahmud
21.4.2018

ছ. সমিতির কোনো সদস্যকে যদি সংশ্লিষ্ট পত্রিকা/সংবাদসংস্থা কর্তৃপক্ষ সংবাদদাতার পদ থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেয় তবে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহারের পূর্ব পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য কার্যকরী পরিষদের কোনো পদ অধিকার করলে তা শূন্য হয়ে যাবে এবং উক্ত সময়ের জন্য কার্যকরী পরিষদ ঐ পদে একজন ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করবে। তবে স্থায়ী অব্যাহতি কিংবা বরখাস্তের ক্ষেত্রে অব্যাহতি/বরখাস্তের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি উক্ত সংবাদদাতা ঐ পত্রিকা অথবা অন্য কোনো পত্রিকা থেকে নিয়োগপত্র অথবা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে পারেন তবে তাঁর সদস্যপদ বহাল থাকবে। অন্যথায় উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

জ. বহিষ্কার: কোন সদস্য সমিতির সুনাম, স্বার্থ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করছেন বা করেছেন অথবা কোন সদস্য যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অথবা সাধারণ পরিষদ সভার সিধান্ত অমান্য করেন তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে সাধারণ সম্পাদক (সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে সভাপতি) কারন দর্শানোর চিঠি প্রদান করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চিঠির জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে অথবা জবাব সন্তোষজনক না হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ বহিষ্কারের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবে।

৫. সহযোগী সদস্য:

ক. যারা গণমাধ্যমের পরিচয়পত্র/নিয়োগপত্র/লিখিত অনুমতিপত্র পাননি অথচ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি/সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করছেন তারা সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহযোগী সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন।

খ. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত নিয়মিত শিক্ষার্থী-সাংবাদিক, সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক এবং অনলাইন পত্রিকার প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত সাংবাদিকগণ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সমিতির সহযোগী সদস্যপদ লাভের আবেদন করতে পারবেন।

গ. একই গণমাধ্যমের একাধিক সাংবাদিক সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে একটি গণমাধ্যমের একজনকেই সদস্যপদ প্রদান করতে হবে।

ঘ. সহযোগী সদস্যবৃন্দ সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না এবং কোন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

Shafiullah
21.09.18

MD. Matiur...
21.9.2018

৬. উপদেষ্টা পরিষদঃ

ক. সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ছয় (৬) সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। এই পরিষদ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে কার্য-নির্বাহী পরিষদকে পরামর্শ দেবেন।

খ. উপদেষ্টা পরিষদের কাঠামো হবে এরকমঃ

প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক	: উপাচার্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য	: ছাত্র পরামর্শক ও নিদের্শক, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
	: প্রক্টর, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
	: জনসংযোগ কর্মকর্তা, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
	: কার্য-নির্বাহী পরিষদের সাবেক সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোন দুই জন। যারা নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় মনোনীত হবেন।

৭.পৃষ্ঠপোষকঃ

সমিতির স্বার্থে যে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করবে। এ ক্ষেত্রে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক থাকবেন।

৮. সম্মানিত সদস্যঃ

ক. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদসমূহের সকল সাবেক সদস্য সম্মানীত সদস্য হবেন।

খ. শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সাংবাদিকতায় প্রথিতযশা ব্যক্তি যিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন অঙ্গনে অবস্থান করছেন তিনি সম্মানিত সদস্য পদ পেতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে কেবল কার্যনির্বাহী পরিষদই এই সদস্যপদ প্রদান করবে।

গ. সম্মানিত সদস্যরা সকল বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাঁদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না এবং তাঁরা কোনো পদেরও অধিকারী হতে পারবেন না।

Shafiullah 21.04.18

MD. Matiurrahman 21.4.2018

৯. আজীবন সদস্য:

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য আজীবন সদস্য হিসেবে থাকবেন। এছাড়া সকল কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ পদাধিকার বলে আজীবন সদস্যপদ লাভ করবেন।

১০. সাংগঠনিক কাঠামো:

সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এক বছর মেয়াদে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাছাই কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

১১. কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যক্রম:

ক. সদস্যদের ভোটে সদস্যদের ভেতর থেকে সংগঠনের বার্ষিক সভায় প্রতিবছর নয় সদস্য বিশিষ্ট কার্যহির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে।

খ. এই পরিষদের কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

সভাপতি	:	একজন
সহ-সভাপতি	:	একজন
সাধারণ সম্পাদক	:	একজন
যুগ্ম সম্পাদক	:	একজন
অর্থ সম্পাদক	:	একজন
দপ্তর সম্পাদক	:	একজন
তথ্য পাঠাগার সম্পাদক	:	একজন
কার্যনির্বাহী সদস্য	:	দুইজন

গ. নির্বাহী দায়িত্বের বিষয়ে কার্য-নির্বাহী পরিষদই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

ঘ. কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রতি দুইমাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে নোটিশে কার্য- নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে জরুরী পরিস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে বা তাৎক্ষণিকভাবে সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতি প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি ও সহসভাপতি দু'জনই অনুপস্থিত থাকলে কার্যনির্বাহী পরিষদের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

Safiullah 21.04.18

MD. Mahmud 21.4.2018

চ. সাধারণ সম্পাদক দুই মাসের মধ্যে কমিটির সভা আহ্বান না করলে যে কোন ছয়জন (৬) সদস্যের লিখিত দাবীতে সভাপতি সরাসরি অথবা সাত (৭) জন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে কার্যনির্বাহী কমিটির তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ছ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় ছয় (৬) জন সদস্যের উপস্থিতিকে সভার কোরাম হিসেবে গণ্য করা হবে।

জ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ যেকোন পদ শুন্য হলে কার্য-নির্বাহী পরিষদের মধ্য থেকে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে পদপূরণ করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে এসব পদে নতুন নির্বাচন হবে। আর নির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ শুন্য হলে সেই পদে সদস্যদের মধ্য থেকে নেয়া হবে।

ঝ. প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী দপ্তর সম্পাদক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

ঞ.সাধারণ সভায় নিস্পত্তি না হলে বিষয়গুলি কার্য-নির্বাহী সভায় অন্তর্ভূক্ত হবে।

১২. নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব:

ক. সভাপতি: পরিষদের সভা পরিচালনা করবেন। সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সংগঠনের পক্ষে বিজ্ঞপ্তি/ বিবৃতি দেয়াও তার দায়িত্ব। তিনি অথবা সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থসম্পাদক যৌথভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন।

খ. সহ-সভাপতি: সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. সাধারণ সম্পাদক: সভাপতিকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করা বা বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি দেয়াও তাঁর দায়িত্ব। সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে তিনি সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। তিনি সংগঠনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং তা অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

ঘ. যুগ্ম সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ. অর্থসম্পাদক: সংগঠনের তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন। তিনি সদস্যদের মাসিক চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব পালন করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি বিগত বছরের হিসাবপত্র অনুমোদন করিয়ে নেবেন।

চ. দপ্তর সম্পাদক: সংগঠনের কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, চিঠিপত্র ও যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। অফিস রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তিনি পালন করবেন।

ছ. তথ্য ও পাঠাগার সম্পাদক: সমিতির ফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ইন্টারনেট রক্ষণাবেক্ষণ, পাঠাগার সমৃদ্ধকরণ এবং সমিতির সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও সংবাদ সংরক্ষণ করবেন।

১৩. সাধারণ পরিষদ:

ক. সাধারণ পরিষদ হবে সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ।

খ. সংগঠনের সকল সদস্যই এই পরিষদের সদস্য।

গ. এই পরিষদ সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিগত বছরের হিসাবপত্র অনুমোদন করবে।

Shafiullah 21.04.18

MD Mahmud 21.4.2018

ঘ. প্রতিবছর অতন্ত: দুবার এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এই পরিষদ সভায় মিলিত হবে।

ঙ. পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গণ্য হবে।

চ. সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। এই পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন নিয়ে এই পরিষদের যে কোন সদস্য সাধারণ তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৪. বাছাই কমিটি:

ক. সেশনের প্রথম দুই মাসের মধ্যে কার্য-নির্বাহী পরিষদ তিন সদস্যের বাছাই কমিটি গঠন করবে।

খ. বাছাই কমিটি সদস্যপদের জন্য আবেদন গ্রহণ, বাছাই, স্থগিত ও বাতিলের জন্য কার্য-নির্বাহী পরিষদের নিকট সুপারিশ করবে।

গ. তিন (৩) সদস্যের একটি সদস্যপদ বাছাই কমিটি থাকবে। কমিটির গঠন হবে এ রকম- কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সাধারণ সভা কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য। সভাপতি বাছাই কমিটির আহ্বায়ক হবেন। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সাধারণ সভায় বাছাই কমিটি গঠিত হবে।

১৫. নির্বাচন ঃ

ক. পরবর্তি সেশন শুরুর কমপক্ষে ১৫ দিন আগে কার্য-নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। সাধারণ পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

১. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনিত করা হবে। অন্য দুইজন নির্বাচন কমিশনার শিক্ষকদের ভিতর থেকে মনোনীত হবেন।

এমনটি সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে, শিক্ষকদের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হবেন। সেই সাথে শিক্ষকদের মধ্য থেকে অথবা সাবেক সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের মধ্য থেকে নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হবেন।

অথবা, সাবেক সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের মধ্য থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সদস্যদের মধ্য থেকে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার মনোনীত হবেন।

খ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষমতা সংরক্ষন করবেন।

গ. নির্বাচিত সভাপতি পূণরায় সভাপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।

ঘ. কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সেশন হবে জানুয়ারি-ডিসেম্বর।

ঙ. প্রথম নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন: সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তিতে সমিতির পূর্ণাঙ্গ (সাধারণ সদস্য) ও সহযোগী সদস্যদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি

Safiullah 21.04.18

MD. Matin 21.4.2018

নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবশ্যই সমিতির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের মধ্য থেকে হবেন।

চ. কার্যকরি পরিষদের নির্বাচনে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ অথবা তাদের মনোনিত প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক হবেন।

১৬. তহবিল:

ক. সদস্যদের দেয়া অন্তর্ভূক্তি ফি, মাসিক চাঁদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে।

খ. এ তহবিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাস্থ যে কোন ব্যাংকে জমা রাখা হবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ-সম্পাদকের নামে যৌথ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। অর্থ-সম্পাদক এবং সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলন করা হবে।

গ. কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক সমিতির তৈরী ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করবেন। অর্থসম্পাদক যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

১৭. সাধারণ সভা:

ক. প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একটি সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ. সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৫ দিন পূর্বে সাধারণ সভা আহবান করবেন।

গ. সভাপতি সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করবেন।

১৮. অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

কার্যকরী পরিষদ বা এর কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিসহ মোট সাধারণ সদস্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সম্মিলিত লিখিত প্রস্তাব সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার জন্য মোট সাধারণ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের প্রয়োজন হবে।

১৯. গঠনতন্ত্র সংশোধণ:

ক. এই গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধি, উপবিধি সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সভায় মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ তা অনুমোদন করলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে।

খ. গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর জন্য কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ তা অনুমোদন করলে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হবে।

21.04.18

21.4.2018

গ. যে বিষয় বা কার্যক্রম সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই, সে বিষয়ে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২০. গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর:

আহবায়ক : মোঃ রবিউল হক রবি, দৈনিক মানবজমিন।

সদস্য : মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ, দৈনিক ইত্তেফাক।

: মিজান উদ্দিন জিসান, বাংলানিউজ ২৪ ডট কম।

: হুমায়ুন মাসুদ, সভাপতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (চবিসাস)।

সদস্য সচিব: রাসেল মাহমুদ, দৈনিক ভোরের কাগজ।

(১৯ নভেম্বর, ২০১৪ তে এই কমিটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে)

সংশোধনী

প্রথম সংশোধনী:

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে কানির্বাহী পরিষদ :২০১৪-২০১৫ এর সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ ২৩ নভেম্বর, ২০১৫ তে কার্যনির্বাহী পরিষদের সময়সীমা (মেয়াদ) জুলাই-জুন (১৫ এর ঘ ধারা) সংশোধন করে জানুয়ারি-ডিসেম্বর করে। এই সংশোধনীতে ১৫ ধারা নির্বাচন কমিশন গঠনে সংশোধন আনা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধনী:

২০১৮ খ্রিস্টাব্দে চলতি কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০১৭ এর সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ ২০ এপ্রিল, ২০১৮ তে নির্বাচন কমিশন গঠন (১৫ এর ক ধারা) ধারায় সংশোধনী আনে। এই সংশোধনীতে ৪ ধারায় 'জ' উপধারা এবং ১ ধারায় গ উপধারা সংযোজন করা হয়।

প্রথম সংস্করণ: ২১ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

Shafiullah 21.04.18

(মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ)
সভাপতি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

MD. Matiur Rahman 21.4.2018

(মো: মতিউর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (কুবিসাস)

----------সমাপ্ত----------